Philosophy Study Materials

Semester – II (General)

Soumen Pal

Mobile No – 7980601891

Scanned with CamScanner

নিরপেক্ষ ন্যায় (categorical syllogism)

→ 'ন্যায়' কথাটির অর্থ হচ্ছে যুক্তি। ন্যায় দুরকমের হতে পারে — নিরপেক্ষ ন্যায় এবং সাপেক্ষ ন্যায়। নিরপেক্ষ ন্যায়ে প্রতিটি বচনই নিরপেক্ষ বচন; অন্যদিকে সাপেক্ষ ন্যায় অন্তত একটি বচন সাপেক্ষ বচন।

তর্কবিজ্ঞানী Copi-র মতে নিরপেক্ষ ন্যায় হল একটি অবরোহ যুক্তি যা তিনটি নিরপেক্ষ বচন দিয়ে গঠিত হয় এবং যেখানে তিনটি পদ ঠিক দুবার করে ব্যবহৃত হয়। যেমন—

সকল সাহিত্যিক হয় মননশীল (A).

কোনো ক্রীড়াপ্রেমী নয় মননশীল (E),

∴ কোনো ক্রীড়াপ্রেমী নয় সাহিত্যিক (E).

ন্যায়ের বৈশিষ্ট্য :—

(১) ন্যায় হেতুবাক্যের সংখ্যা দুটি, দুই-এর বেশীও নয়, কমও নয়।

(২) হেতুবাক্য দুটি পরস্পর সংযুক্ত হবে অর্থাৎ হেতুবাক্য দুটির মধ্যে কোনো সম্পর্ক থাকবে।

(৩) সিদ্ধান্ত হবে হেতুবাক্য থেকে অনিবার্য ব্যাপার। অর্থাৎ সিদ্ধান্ত কখনোই হেতুবাক্যকে অতিক্রম করা যাবে না, হেতুবাক্য থেকে সিদ্ধান্ত বেশি বলবে না।

(৪) ন্যায়ে তিনটি পদ দুবার করে ব্যবহৃত হবে।

(৫) অবরোহ যুক্তির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য সিদ্ধান্ত হেতুবাক্য থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয়।

(৬) যেহেতু ন্যায় অবরোহ যুক্তিরই একটি প্রকার অতএব যুক্তির বস্তুগত সত্যতা নয়, যুক্তির আকারগত সত্যতা অর্থাৎ বৈধতাই ন্যায়ের আলোচ্য বিষয়।

Scanned with CamScanner

ন্যায়ের গঠন :—

আদর্শ ন্যায়ে তিনটি বচন থাকে যার প্রথম দুটি হেতুবাক্য আর শেষেরটি সিদ্ধান্ত। প্রথম হেতুবাক্য হল প্রধান হেতুবাক্য আর দ্বিতীয় হেতুবাক্য — অপ্রধান হেতুবাক্য। ন্যায়ে তিনটি পদ থাকে — পক্ষ, সাধ্য ও হেতুপদ।

পক্ষপদ :— সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য পদকে পক্ষপদ বলা হয়। পক্ষপদ আর একবার ব্যবহৃত হয় অপ্রধান হেতুবাক্যে। তাই অপ্রধান হেতুবাক্যের অপর এক নাম পক্ষবাক্য। পক্ষপদকে 'S' অক্ষরটি দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।

সাধ্যপদ :— সিদ্ধান্তের বিধেয় পদকে সাধ্যপদ বলা হয়। সাধ্যপদ আর একবার থাকে প্রধান বাক্যে, তাই প্রধান বাক্যের অপর এক নাম সাধ্যবাক্য। সাধ্যপদকে 'P' অক্ষর দ্বারা নির্দেশ করা হয়।

হেতুপদ :— যে পদটি উভয় হেতুবাক্যেই থাকে, কিন্তু সিদ্ধান্তে থাকে না তাকে হেতুপদ বলা হয়। হেতুপদকে 'M' অক্ষর দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। ন্যায়ে হেতুপদের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই পদ প্রধান হেতুবাক্যে সাধ্যপদের সাথে যুক্ত হয়ে ও অপ্রধান হেতুবাক্যে পক্ষপদের সাথে যুক্ত হয়ে, সিদ্ধান্তে পক্ষপদ ও সাধ্যপদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে।

উদাহরণ—

প্রধান হেতুবাক্য : কোনো নায়ক (P) নয় ভীতু (M) (E)

অপ্রধান হেতুবাক্য : কতক সৈনিক (S) হয় ভীতু (M) (I)

সিদ্ধান্ত : ∴ কতক সৈনিক (পক্ষ) S নয় নায়ক (সাধ্য) P (O)